5

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 17 JAN 1997
পৃষ্ঠা 2 কলাম 3

প্রিয় অপ্রিয়

সত্যদর্শী

এখন স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময়। অনেক স্কুলেই ভর্তি পরীক্ষা হয়ে গেছে। স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ভর্তি সমস্যা যে কী প্রকট তা আশাকরি নতুন করে ব্যাখ্যা করা নিস্প্রয়োজন। ভর্তি সমস্যার প্রকৃত অবস্থা যারা জানেন তারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন পাস করেও শিক্ষার্থীদের জন্য ভর্তি হওয়া কী দুষ্কর। ভর্তির জন্য পাশের সার্টিফিকেটই যথেষ্ট নয়, কে কত বেশি নম্বর পেয়ে পাস করেছে সেটাই হচ্ছে ভর্তির মাপকাঠি। এই ব্যবস্থার অধীনে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকেই নম্বরমুখী করে তোলা হয়েছে তাও মনে হয় কাউকেই অধিক ব্যাখ্যা করে বোঝানোর দরকার নেই। পরীক্ষা, পাস এবং বেশি নম্বর পাওয়া এই হচ্ছে শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য। আর এ ব্যবস্থা চালু করেছেন শিক্ষা কর্তৃপক্ষই। তাঁরাই তরুণ-কিশোর শিক্ষার্থীদের বাধ্য করেছেন আহার নিদ্রা ভুলে এভাবে পরীক্ষা-সাধনায় ব্রতী হতে। জ্ঞানসাধনা নয় পরীক্ষা সাধনাই মুখ্য। এজন্য কিশোর শিক্ষার্থীদেরও এখন পাঠ্যবইয়ের পাতা খুলে রাত ভোর করতে হয়। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে পাঠ্যবইয়ের বাইরে তাদের আর কোনো জগৎ নেই।

তাদের কল্পনার পাখা মেলবার উপায় নেই, চিত্তবিকাশের সুযোগ নেই, মানস চর্চার সময় নেই, পরীক্ষার স্বপ্ন কিংবা দুঃস্বপ্নই তাদের রাতদিন আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সমস্যাটা এমন যে কেবল পরীক্ষা পাস করলেই হবে না তাকে পেতে হবে বেশী নম্বর। এই বেশী নম্বরই কেবল তাকে ভর্তির নিশ্চয়তা দিতে পারে।

আমাদের শিক্ষা বিভাগ ও শিক্ষা কর্তৃপক্ষের ধারণা এভাবেই নাকি উন্নত শিক্ষা নিশ্চিত হবে। যেদেশে শিক্ষার হার এখনো অনেক নিচে এবং উচ্চ শিক্ষিতের সংখ্যা আরো কম সে দেশেই শিক্ষার উন্নতিকল্পে এই ধরনের ব্যবস্থা। এই শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আগেও অনেক কথা বলা হয়েছে কিন্তু কর্তৃপক্ষ এই যান্ত্রিক রীতির বাইরে জীবনমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার কোনো উদ্যোগই গ্রহণ করেননি। যে শিক্ষা চিত্তের প্রসার ঘটায়, কল্পনাশক্তির বিকাশ সাধন করে, মানসিক ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করে, সেই উদার, মানবিক ও বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার প্রসারে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা কখনোই সেভাবে উদ্যোগী হয়েছে বলে মনে হয় না। বরং নানা সময়ের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, নতুন নতুন সব ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়ে শিক্ষাজীবনের স্বাভাবিক বিকাশকেই ব্যাহত করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা হয়েছে শিক্ষার আনন্দ থেকে বঞ্চিত। ঔপনিবেশিক আমলের শিক্ষা ব্যবস্থার মতো স্বাধীন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাও এই ধরনের ছাঁচে ঢালা যান্ত্রিকতার মধ্যেই আবদ্ধ থেকেছে। এই যান্ত্রিকতা থেকে আমাদের শিক্ষাজীবন কবে মুক্তি পাবে কে জানে।

রাজধানীর স্কুলগুলোতে যখন ভর্তি পরীক্ষা চলছে ঠিক তার আগে দিয়ে একটি বিখ্যাত স্কুলের চার চারজন শিক্ষককে একযোগে রাজধানীর বাইরে বদলি করা হয়েছে। এই মর্মে প্রকাশিত সংবাদটিতে জানা যায়, ষোলো জন শিক্ষককে একযোগে বদলির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ইতিমধ্যেই চারজনকে বদলির নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই শিক্ষকেরা সকলেই প্রথিতযশা এবং দীর্ঘদিন শিক্ষকতায় নিয়োজিত রয়েছেন। কোনো একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে একযোগে এতো শিক্ষককে বদলী করা হলে সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির অবস্থা কী হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু যাঁরা শিক্ষা বিভাগের দায়িত্বে আছেন তাঁরা এতোসব ভেবে দেখার প্রয়োজনবোধ করেন না। সরকারী চাকরিতে বদলির নিয়ম থাকলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই নিয়ম একইভাবে প্রযোজ্য হতে পারে না। সেখানে শিক্ষা ও শিক্ষার্থীদের স্বার্থের বিষয়টিই সর্বোচ্চ গুরুত্ব পাওয়ার যোগ্য। কোনো কারণেই এই বিষয়টাকে উপেক্ষা করার উপায় নেই। শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্যা ও সংকটের অন্ত নেই। স্কুল পর্যায় থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত সর্বত্র শিক্ষার্থীদের নানা বিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। কখনো পাঠ্যবইয়ের সমস্যা, কখনো শিক্ষকের অভাব, কখনো পাঠ্য বইয়ের বোঝা এমনি নানা সমস্যায় শিক্ষার্থীদের জীবন বিপর্যস্ত। এই সমস্যাসংকুল শিক্ষাক্ষেত্রে আরো নতুন নতুন সমস্যা ও জটিলতা সৃষ্টির প্রবণতাও প্রায়শই চোখে পড়ে। কিছুদিন আগে রাজধানীর আরো একটি নামকরা স্কুলেও বেশ সংকট সৃষ্টি হয়েছে। এই সমস্যায় এমনকি উদ্বেগাকুল অভিভাবকদের পর্যন্ত এগিয়ে আসতে হয়। একটি ভালো স্কুল গড়ে তোলার পিছনে নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। তাঁরাই শ্রমে, যত্নে ও নিষ্ঠার একেকটি ভালো স্কুল গড়ে তোলেন। সব মানুষই তাঁর কাজের স্বীকৃতি চান। একজন শিক্ষকও সারাজীবন শিক্ষকতায় নিয়োজিত থেকে তাঁর এই শ্রম ও সাধনার স্বীকৃতিটুকু প্রত্যাশা করেন। কিন্তু তার পরিবর্তে তাঁকে যদি হেয় করা হয় সমাজের চোখে, তাহলে তাঁর জীবনে আর সান্ত্বনা কী থাকে। সব সমাজেই শিক্ষকেরা একটি বড়ো মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত। সে আসনটিকে হেয় করা হলে সমাজে অন্তঃসারশূন্যতা দেখা দিতে বাধ্য। সমাজে আমরা সবাই নৈতিকতা ও মূল্যবোধকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে কেবল শিক্ষকদের কাছ থেকে আদর্শ, মূল্যবোধ ত্যাগ আশা করলে, এমনটি মোটেই যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। শিক্ষকদেরও এই সমাজে পরিবার-পরিজন নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়। শিক্ষকদের কাছ থেকে আমরা আদর্শ ও ত্যাগ আশা করলে অথচ তাদের ত্যাগের সামান্য স্বীকৃতিটুকু পর্যন্ত দেবো না। এ মনোভাব যতো তাড়াতাড়ি দূর করা যায় ততোই মঙ্গল। সারা জীবন শিক্ষাদানে ব্রতী থেকে শেষ জীবনে এসে একজন শিক্ষক কী পান? কতোটুকু মর্যাদা দিই তাকে আমরা। শিক্ষকদের প্রতি এই শ্রদ্ধা ও মর্যাদাবোধ গড়ে উঠলেই কেবল শিক্ষার উন্নতি ও বিকাশ ঘটবে। এজন্য যান্ত্রিকতা পরিহার করে উদার ও মুক্ত মানবিক শিক্ষা চালু করার দিকেই অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

শিক্ষার্থীদের ওপর নানা ধরনের মানসিক চাপ বিদ্যমান। সবটাই ওপর থেকে তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়। তাদের অধিকারের কোনো স্বীকৃতি নেই। একেক সময় একেক নীতি ও পদ্ধতি প্রবর্তন করে তাই তাদের মানতে বাধ্য করা হয়ে থাকে। কোনো ক্ষেত্রেই তাদের কোনো নিজস্ব মতামত জানানোর সুযোগ নেই। শিক্ষার্থীরা যন্ত্র নয়। তাই তাদের যন্ত্রের মতো গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে শিক্ষার উন্নতি ও মানোন্নয়নের আশা করা অবান্তর। প্রাইমারী স্তর থেকেই শিক্ষা ক্ষেত্রে সীমাহীন সংকট ও জটিলতা। বিনামূল্যের বই কিংবা পোশাক বিতরণের মধ্য দিয়েও কিন্তু ড্রপ-আউট রোধ করা যায়নি। সুতরাং সমস্যা সবটাই গভীরে। শিক্ষা ক্ষেত্রের একেকটি সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ দেখে আমাদের সমাজ জীবনের সার্বিক দেওলিয়াত্বের স্বাক্ষরই কেবল চোখে পড়ে। এই ভর্তি নিয়েও তো কম কাণ্ড কিছু হলো না। কখনো ভর্তি পরীক্ষায়, কখনো নাম্বারের ভিত্তিতে ভর্তি, কখনো পরীক্ষায় প্রশ্ন ব্যাংক, কখনো প্রশ্ন ব্যাংক উধাও, কখনো নৈর্ব্যক্তিক, কখনো বা অন্যকিছু, এমনি হাজারো রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রক্রিয়ায় আমাদের শিক্ষা জীবনই যেন পিষ্ট হতে চলেছে। তার কোনো ধারাবাহিকতা বা সঠিক পদ্ধতি নেই। পাঠ্যসূচী রদবদল, এইটা জুড়ে দেয়া, ওইটা বসানো এসব তো অহরহ চলছেই। তার ওপর আছে কর্তাব্যক্তিদের অকারণ ও অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ। মনে হয় এমনি অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপের শিকার এমনকি কোনো কোনো ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও। এখানে কোনোটিতে ঢালাও বদলির খড়গ ঝুলছে, কোনোটিতে রয়েছে অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও দলাদলি—এভাবে শিক্ষার প্রসার ও অগ্রগতিই যে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে তাও মনে হয় কারোর তেমন একটা ভেবে দেখারও অবকাশ নেই।

এসবই চলে আসছে আগের থেকে। কিন্তু এখন অনিয়ম দূর করার দিকে মনোযোগ না দিয়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সেই আগের ভুলগুলোই অনুকরণ করা হচ্ছে। একটি বিষয় খুবই সচেতনভাবে মনে রাখা দরকার। কোনো কারণেই যেন শিক্ষকদের মর্যাদার আসনটিকে হেয় করার চেষ্টা না চলে। তাতে গোটা শিক্ষাজীবন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। শিক্ষা ক্ষেত্রটিকে সবরকমের সংকীর্ণতা ও ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে রেখে তাকে গতিশীল রাখাই হবে উন্নত সমাজ গঠনের পথে একটি প্রধান পদক্ষেপ। আশা করি, শিক্ষা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্তাব্যক্তিরা বিষয়গুলো ভেবে দেখবেন এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।